পুরুলিয়া জিলা পরিষদ কার্য্যালয়

পুরুলিয়া

স্মারক সংখ্যা - ১২৬১/পি.জেড.পি. তারিখ -১১.০৮.০৫

১। পঃবঃ জিলা পরিষদ (নির্বাচন, গঠন ও প্রশাসন) নিয়মাবলী, ১৯৬৪-এর ১৩৫ নং ধারার (১) উপধারার অন্তর্গত অনুচ্ছেদ (এ) -এর নির্দেশ মোতাবেক পূর্বে প্রকাশিত হবার পর পঃবঃ জিলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ (পশ্চিমবঙ্গ আই XXXV, ১৯৬৩) -এর ১১৩ নং অনুচ্ছেদের অন্তর্গত (২) নং উপধারা ও পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ১৫৩ ও ১৮১ ধারা বলে এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব রক্ষন ও আর্থিক নিয়মাবলী ২০০৩ এর ৯০ (৯) নিয়মানুসারে পুরুলিয়া জিলা পরিষদ, পোষ্ট - পুরুলিয়া, থানা-পুরুলিয়া সদর, জেলা পুরুলিয়া, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিম্নোক্ত উপবিধি প্রস্তুত করে উপরোক্ত নিয়মাবলীর ৬ নং উপধারার (এ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এর আওতায় আসতে পারেন এমন সকল সম্ভাব্য ব্যাক্তিবিশেষ / সংস্থার অবগতির জন্য পুরুলিয়া জিলা পরিষদ উপবিধি (খসড়া) সমূহ এতদ্বারা প্রকাশ করা হল।

২। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ও ২২৪ ধারাবলে নিম্নোলিখিত উপবিধি রচনা করা হোল

৩। এই উপবিধি সমূহ পুরুলিয়া জিলা পরিষদ উপবিধি ২০০৫ নামে অভিহিত হবে।

৪। এই উপবিধি সমূহ পুরুলিয়া জিলা পরিষদের সমগ্র এলাকায় প্রযোজ্য হবে।

৫। পুরুলিয়া জিলা পরিষদের সাধারন সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখ থেকে বলবৎ হবে।

পুরুলিয়া জিলা পরিষদের উপবিধি

১। ব্যাখ্যা ঃ এই উপবিধিতে বর্ণিত

(১) "পরিষদ" বলতে পঃবঃ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ -এর ১৪০ ধারা মোতাবেক গঠিত পুরুলিয়া জিলা পরিষদ, পুরুলিয়া বোঝাবে;

(২) "গবাদি পশু" বলতে গবাদি পশু বে-আইন প্রবেশ আইন, ১৮৭১ মোতাবেক গবাদি পশুদের বোঝাবে।

(৩) "সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়া" বলতে তদানিন্তন জেলা বোর্ড বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা আইন, ১৮৮৫ অন্তর্গত ধারা ৯০ অনুযায়ী জনগণের কাছে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি মারফৎ পাণীয় জল সরবরাহ এবং গৃহস্থলী কাজের প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যে যে সকল জলাধার বা কুঁয়া চিহ্নিত করেছিল সেগুলো বোঝাবে। যে কোন জলাধার বা কোন নদী / খাল / জলপ্রবাহর অংশবিশেষ যা এইভাবে চিহ্নিত ছিল, সেই সকলই এর অন্তর্গত থাকবে। উক্ত জলাধার পারে "সংরক্ষিত জলাধার" বা "সংরক্ষিত কুঁয়া" বা সমগোত্রীয় শব্দাদি দ্বারা বিজ্ঞাপিত ফলকই এই বিষয়টিকে বোঝাতে যথেষ্ট হবে।

(৪) সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়ার "ঢাল" বলতে ঐ সংরক্ষিত জলাধারে যে সব জায়গার জলপ্রবাহ সরাসরি এসে পড়ে তাকে বোঝাবে।

(৫) "রাস্তা" বলতে এমন রাস্তাকে বোঝাবে যা পরিষদে নস্ত এবং পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতার অন্তর্গত, যেমন (ক) কোন গ্রামীন রাস্তা বা (খ) রাস্তার খাড়াই, ঢাল,ধার, পার্শ্ববর্ত্তী খানাখন্দ ও নয়ানজুলি রাস্তার সংলগ্ন সমস্ত জমি বা (গ) পরিষদে নস্ত ও পরিষদের ক্ষমতা ও প্রশাসনিক অধিকারের অন্তর্গত পরিত্যক্ত রাস্তা তার অংশকে বোঝাবে।

I. রাস্তা, নিকাশী, সেতু,খাল এবং বাঁধ

২। রাস্তা ও জমির জবরদখলী বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঃ (১) কৃষিকাজের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি রাস্তা বা জমির কোন অংশ জবরদখল করতে পারবেন না। (২) কোন ব্যক্তি, কোন রাস্তা বা জমি বা তার অংশ বিশেষ বেড়া, চাতাল বা বাঁধ নির্মাণ দ্বারা এবং অথবা গর্ত করে বা অন্য কোনভাবে নিকাশী ব্যবস্থা বা জলপ্রবাহ কেটে ড্রেন অথবা সেচকার্য করার অভিপ্রায়ে অথবা তার উপর কোন বিক্রয়যোগ্য বস্তু প্রদর্শন করার জন্য অথবা তার উপর কোনপ্রকার বস্তু বা সামগ্রী রেখে-

(ক) কোনপ্রকার জবরদখল করতে পারবেন না, বা

(খ) জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না, বা

(গ) যাতায়াতকারীর কোন অসুবিধে সৃষ্টি করতে পারবেন না, বা

(ঘ) জলপ্রবাহের গতিরোধ বাধা প্রদান করতে পারবেন না।

৩। জমি অধিগ্রহণ ঃ যে কোন কাজের প্রয়োজনে পরিষদের জমি প্রয়োজন হলে, পঃবঃ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১৭৫ ধারা এবং পঃবঃ জিলা পরিষদ নিয়মাবলী, ১৯৬৪-র ১২৭ ধারা বলে সেই জমিতে স্বার্থ জড়িত আছে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সাথে জমি গ্রহণের বিষয়ে পরিষদ আলোচনা করতে পারে, কিন্তু সেই আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে পরিষদ সেই জমি উক্ত আইনবলে অধিগ্রহণ করতে পারে।

৪। স্থাবর সম্পত্তি বা খেয়া-পারাপার ইজারা প্রদান ঃ পরিষদ তার অধিকারের ন্যস্ত তার প্রশাসনিক ও পরিচালন ক্ষমতায় প্রদত্ত এবং যে কোন স্থাবর সম্পত্তি বা ফেরী-পারাপার ব্যবস্থা বাৎসরিক যোজনা গ্রহণ করে-সামাজিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে এমন উন্নয়ন মূলক কাজ করার জন্য, অনধিক পাঁচ বৎসরের মেয়াদ ইজারা দিতে পারে। সে সব শর্তাবলী অনুযায়ী যা পরিষদ তার একটি সভায় উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৫। রাস্তা সংলগ্ন স্থানে জিনিসপত্র বিক্রিয়, সংগ্রহ করা বা জমা রাখা ঃ রাস্তা সংলগ্ন বা রাস্তার পার্শ্ববর্তী কোন বাজার বা মার্কেট, রাস্তায় চলাচল ব্যহত হয় অথবা কোন রাস্তা অবরুদ্ধ হয় এরূপভাবে ব্যক্তি কোন জিনিষ বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন বা সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখতে পারবেন না।

৬। রাস্তার অবরোধ সৃষ্টিকারী বা নিকাশীর গতিরোধকারী বা জমির উপর ঝুঁকে থাকা ঝোপঝাড়, গাছপালা বা বৃক্ষচ্ছেদন ঃ কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বা অধিকারে রক্ষিত কোন ঝোপঝাড়, গাছ ও বৃক্ষ কোন রাস্তার অবরোধ / রাস্তার উপর বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়া / রাস্তার অনেকটা ঢেকে দেয় অথবা কোন সরকারী নিকাশী / জলপ্রবাহ বা কোন নিকাশী যা সরকারী নিকাশী / জলপ্রবাহর সঙ্গে যুক্ত আছে তার গতিরোধ করার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদ আধিকারিকের স্বাক্ষরিত প্রয়োজনীয় লিখিত প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে এবং নির্দেশিতভাবে সেই ঝোপঝাড়, গাছ বা বৃক্ষ কেটে ফেলা বা কাটছাট করে নিজ খরচে সরিয়ে ফেলতে বাধ্য থাকবেন।

৭। রাস্তার উপর নির্মিত সেতু, কালভার্ট বা বাঁধসেতুর ক্ষয়ক্ষতি ঃ (১) কোন ব্যক্তি (ক) রাস্তার উপর বা রাস্তার আড়াআড়ি উপর নির্মিত কোন সেতু, কালভার্ট বা বাঁধসেতুর ক্ষয়ক্ষতি / বিনষ্ট করবেন না বা ক্ষয়ক্ষতির / বিনষ্টির কারণ হবেন না ; বা (খ) এই জাতীয় সেতু, কালভার্ট বা বাঁধসেতুর উপর বা বিপক্ষে বা সম্মুখে কোন বেড়া / বাঁধ বা অন্য কোন কিছু কোন কারণেই নির্মাণ করবেন না বা লাগাবেন না যাতে এর নীচে প্রবাহিত জলধারার গতিরোধ হয় অথবা সেতু, কালভার্ট বা বাঁধসেতুর ক্ষয় / বিনষ্ট পৌঁছায় ; বা (গ) এই জাতীয় সেতু বা কালভার্টের কোন অংশ থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে জাল বিছিয়ে রাখবেন না।

৮। রাস্তার উপর নির্মিত বেড়া, খুঁটি ইত্যাদির ক্ষতি এবং রাস্তার মাটির আস্তরণ, ঘাস কাটা ঃ কোন ব্যক্তি - (ক) রাস্তার উপর নির্মিত কোন বেড়া / সরকারী দেওয়াল বা খুঁটির ক্ষয়ক্ষতি সাধন বা বিনষ্ট করবেন না বা কারণ হবেন না ; (খ) রাস্তার কোন অংশের মাটির আস্তরণ বা ঘাস গর্ত খুঁড়ে কাটা, তুলে ফেলা, উপড়ে নেওয়া, সরিয়ে ফেলা এই জাতীয় কাজ করবেন না।

৯। রাস্তায় আড়াআড়ি প্রশাখা বা নিকাশী ঃ (১) পরিষদের যথাযথ অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে কোন জল নিকাশী বা প্রশাখা কাটবেন না ; (২) কোন নির্দিষ্ট কারণে পরিষদের যথাযথ অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন ব্যক্তি কোন রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে নিকাশী কেটে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পন্ন করার অব্যবহিত পরেই রাস্তাটিকে তার পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবেন এবং যতক্ষন না তা সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষন রাস্তার পূর্ববর্তন স্বাভাবিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিজ খরচে করবেন। (৩) বহু পূর্ব্বের ব্যবস্থাসিদ্ধ বলে যদি কোন ব্যক্তির রাস্তার আড়াআড়িভাবে প্রশাখার মাধ্যমে জলপ্রবাহের সুযোগ লাভ করার অধিকার থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি সেই প্রশাখাটিকে জনগণের পক্ষে নিরাপদ ও সুবিধাজনক অবস্থায় রাখা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১০। রাস্তা সংলগ্ন জলাধারার গতিরোধ ঃ কোন ব্যক্তি রাস্তা সংলগ্ন কোন জলধারার কোনভাবে গতিরোধ অথবা ক্ষতি করবেন না বা সংলগ্ন রাস্তা ও জমির সীমানা বা রাস্তার স্বাভাবিক চলাচল ব্যবস্থা ক্ষতিসাধনের কারণ হবেন না।

১১। রাস্তার উপর সংলগ্ন স্থান খোঁড়াখুঁড়ি ঃ পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন রাস্তা এবং জমির সীমানা থেকে মাটি কাটবেন না বা রাস্তার ১৫ ফুটের মধ্যে কোন গর্ত, খন্দ, বা কুঁয়া খুঁড়বেন না। পুকুর-খোঁড়ার ক্ষেত্রে পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে। (২) রাস্তার ১৫ ফুটের বাহিরে কোন গর্ত, খানাপুকুর বা কুঁয়া যে ব্যক্তির দ্বারা বা নির্দ্দেশে খোঁড়া হবে, তাতে রাস্তার বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি হলে তিনি একইসঙ্গে সেই রাস্তার ক্ষয় বা ক্ষতি নিবারক আদেশপালনেও বাধ্য থাকবেন।

১২। রাস্তা বা রাস্তা সংলগ্ন এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষণ ঃ কোন পুকুর বা কুঁয়ার বা অন্য কোন গর্তের মালিক বা অধিকারী, যাহা রাস্তার উপর বা সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত, পুকুর বা গর্তের ধারে নিরাপত্তা-বলয় বা বেড়া, জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট

নির্দেশ সম্বলিত প্রজ্ঞাপনানুযায়ী করতে বাধ্য থাকবেন।

১৩। চলাচলের ক্ষেত্রে বন্ধ থাকা রাস্তা, সেতু, কালভার্ট বা জলপ্রবাহীর ব্যবহার ঃ নির্মীয়মান বা সারাই চলছে বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বা অন্য কোন কারণে পরিষদ দ্বারা চলাচলের অযোগ্য বিবেচিত হয়ে সেই অর্থে ঘোষিত কোন রাস্তা বা সেতু বা কালভার্ট বা জলপ্রবাহীর উপর দিয়ে কোন ব্যক্তি চলাচল করবেন না বা অন্য কোন জন্তু জানোয়ার বা যানবাহন পারাপার করাবেন না যাতে তার ক্ষতি পৌঁছাতে পারে।

১৪। বৃষ্টির জল ছাদ থেকে গড়িয়ে রাস্তায় পড়া ঃ কোন ব্যক্তি তার মালিকানাধীন বা দখলে থাকা কোন গৃহের ছাদ থেকে জলনিকাশী নল বা অন্য কোন বাহিকায় মাধ্যমে বৃষ্টির জল কোন রাস্তার উপর ফেলতে পারবেন না।

১৫। রাস্তায় আবর্জনা চালান করা ঃ কোন ব্যক্তি তার পায়খানার ময়লা জল বা আবর্জ্জনা বা অন্য কোন অস্বাস্থ্যকর জিনিষ কোন রাস্তায় ফেলতে বা জমা করতে পারবেন না ।

১৬। রাস্তার উপর পড়ন্ত গাছ / উলম্ব বস্তু সরানো ঃ কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বা অধিকারের মধ্যে বর্ত্তানো কোন গাছ, বাড়ি বা অন্য কোন খাড়া বস্তু সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন রাস্তা বা জমির উপর পড়ে গেলে বা পড়ন্ত অবস্থায় থাকলে, জিলা পরিষদ আধিকারিকের প্রজ্ঞাপনের নির্দেশানুযায়ীভাবে ঐ পড়ন্ত / পড়ে যাওয়া গাছ, বাড়ি বা অন্য কোন বস্তু নিজ খরচে সরাবার জন্য বাধ্য থাকবেন ।

১৭। রাস্তার উপর বা সংলগ্নস্থানে পশুচর্ম্ম ছাড়ানো ঃ কোন ব্যক্তি রাস্তা বা তার পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে এই জাতীয় কর্ম সম্পন্ন করবেন না।

১৮। রাস্তার উপর বা সংলগ্ন স্থানে পশু হত্যা, ছালচামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি ঃ কোন রাস্তা বা তার পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে কোন ব্যক্তি পশুহত্যা শবদেহ পরিস্কার বা তাদের ছালচামড়া ছাড়ানো বা হাড় মাংস ইত্যাদি জমা করা বা গোপণভাবে সঞ্চিত করা ইত্যাদি কার্য্যেরত থাকতে পারবেন না।

১৯। রাস্তার উপর শবদেহ রাখা বা পোড়ানো ঃ কোন ব্যক্তি কোন রাস্তার উপর বা তার সংলগ্নস্থানে কোন মানুষ / জন্তুজানোয়ারের শবদেহ রাখা / দাহকার্য্য সমাধা করবেন না।

২০। রাস্তা-সংলগ্ন / পার্শ্ববর্ত্তী নিকাশী, গর্ত বা খানায় বিপজ্জনক বস্তুসামগ্রী ভিজিয়ে রাখা ঃ রাস্তা সংলগ্ন বা পার্শ্ববর্ত্তী নিকাশী, গর্ত বা খানার জলে কোন ব্যক্তি বহুক্ষন যাবৎ পাট, শন, বাঁশ, পশুচর্ম্ম বা অন্যান্য বিপজ্জনক সামগ্রী ভেজাতে পারবেন না।

২১। রাস্তায় যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে সাবধানতা / সতর্কতা ঃ (১) কোন রাস্তায় কোন ব্যক্তি একাধিক যান চালানো বা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন না (২) গাড়ির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই গাড়িটি রাস্তায় অরক্ষিত অবস্থায় রাখবেন না। (৩) মাল তোলা / নামানোর প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া গাড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি গাড়ি অনর্থক রাস্তায় দাঁড় করাবেন না । (৪) সঙ্গে অন্য সঙ্গী না থাকলে, কোন ব্যক্তি রাস্তার উপর দিয়ে বাঁশ, কাঠের তক্তা অথবা সমগোত্রীয় সামগ্রী যা লম্বায় বারো ফুটের অধিক এবং গাড়ি বাইরে ঝুলে থাকছে, এরকম সামগ্রীপূর্ণ গাড়ি চালাবেন না। (৫) ইঁট ও অন্যান্য সামগ্রীপূর্ণ গাড়ির মালিক ও চালক গাড়ির মধ্যে সামগ্রীগুলো এমন সুরক্ষিতভাবে রাখতে বাধ্য থাকবেন যাতে চলার / থেমে থাকা সময়ে সেগুলো রাস্তার উপর পড়ে না যায়। (৬) রাস্তার উপর কোন যান খারাপ হয়ে গেলে, গাড়ির চালক অনতিবিলম্বে সেটিকে রাস্তার ধারে নিয়ে রাখবেন এবং যথশীঘ্র সম্ভব, গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়া সামগ্রী, যদি ঘটে, রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখবেন এমনভাবে যাতে রাস্তার অন্যান্য মানুষ / যান চলাচল ব্যহত না হয়। (৭) পরিষদ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়া কোন ব্যক্তি রাস্তার ধার বরাবর কোন গাড়িকে ওঠানো-নামানো করাবেন না।

২২। রাস্তায় বাঁশ / কঞ্চি পূর্ণ হাতঠেলা চলানো ঃ রাস্তায় বাঁশ বা সমগোত্রীয় সামগ্রীপূর্ণ হাতঠেলা বা অন্যকোন গাড়ি রাস্তার ক্ষতি করে বা পথচারীদের ভীত / আহত করে বা তার উদ্রেক ঘটিয়ে চালানো যাবে না।

২৩। সেতু ও কালভার্ট ইত্যাদির উপর দিয়ে ভারী গাড়ি / যানবাহন চলাচল ঃ (১) জেলা পরিষদের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি পাঁচ টনের অধিক ওজন বহনকারী কোন যান নিয়ে সেতু বা কালভার্ট পারাপার করবেন না। (২) স্থানীয় জনগণের ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনা বা রাস্তার ক্ষতিকারক হওয়ার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদ যে কোন রাস্তার উপর দিয়ে যে কোন রকম ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকবেন। এই জাতীয় প্রতিবন্ধকতা অর্পণের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ দ্বারা সংশ্লিষ্ট স্থানে যথাযথ প্রজ্ঞাপন-ফলক লাগানো থাকবে।

২৪। টায়ারের প্রস্থ ঃ লোহার টায়ার বিহীন ঠেলাগাড়ির ক্ষেত্রে চাকার কাঠের রিম এবং গরুর গাড়ির লোহার টায়ারের প্রস্থ ন্যূনতম দুই ইঞ্চি না থাকলে রাস্তায় চলাচল করতে দেওয়া যাবে না।

২৫। রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনের আলোর ব্যবস্থা ঃ এক বা একাধিক ঘোড়া বা অন্য কোন জানোয়ার টানা গাড়ি বা চালকশক্তি চালিত গাড়ি এবং যে কোন লরী, বাস ও মোটরকারের দুইপার্শ্বে সুস্পষ্টভাবে দুইটি আলোক-উৎস আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে। প্রতিটি দ্বি-চক্র ঠেলাগাড়ি, গরুরগাড়ি, সাইকেল এবং ত্রি-চক্র সাইকেলে একটি করে সুস্পষ্ট আলোর ব্যবস্থা থাকবে। গোধূলি থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত রাস্তায় চলাচলের সময় এই উৎস জ্বালানো অবস্থায় রাখতে হবে।

২৬। রাস্তা ও জমিতে নোংরা অভ্যাস পরিহার ঃ কোন ব্যক্তি কোন রাস্তা বা জমিতে শারীরিক আবর্জ্জনা পরিহার করবেন না।

২৭। বাড়ি / স্থাপত্য-নকশা ও স্থান-নকশা অনুমোদন নিমিত্ত দেয় মাশুল ঃ যে কোন নতুন গৃহ বা কাঠামো নির্ম্মাণ বা বর্ত্তমান কাঠামোর পরিবর্ত্তন / পরিবর্দ্ধন বা যে কোন প্রকারের শিল্প পরিকাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর ধারানুযায়ী পরিষদের পক্ষ থেকে অনুমতি এবং নকশা অনুমোদন প্রয়োজন। এর জন্য আবেদনকারী প্রস্তাবিত কাঠামোর নকশা, জমির স্বত্বাধিকারের প্রামান্য নথীপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথীপত্রাদির প্রতিলিপি সহ পরিষদে আবেদন করবেন। নিম্নোক্ত হার অনুযায়ী প্রযোজ্য ফী / মাশুল পরিষদে জমা দিয়ে তার প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ এ সকল নথীপত্রের সঙ্গে পেশ করা হলেই সেই আবেদন পরিষদ দ্বারা বিবেচিত হবে। প্রযোজ্য হার নিম্নরূপ ঃ

	গৃহ কাঠামোর ধরন / প্রকৃতি	প্রদেয় ফী / মাশুল (টাকা)
ক.	১৮ বঃ মিটারের অধিক কিন্তু ৪০ বঃ মিটারের কম এলাকাবিশিষ্ট ইঁট-না-থাকা দেওয়াল সহ খড় / টিন / টালি বা এ্যাসবেস্টসের ছাউনি	২৫.০০
খ.	-ঐ- (৪০ বঃ মিটারের অধিক এলাকাবিশিষ্ট)	৫০.০০
গ.	সিমেন্ট কংক্রীট বা ইঁট নির্ম্মিত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গা বা ফাঁকা অবস্থায় পড়ে নেই খালি জমি বা তার উপর অস্থায়ী কাঠামো নির্ম্মানের মাধ্যমে রক্ষনাগার / গুদাম বা অন্য কোন ব্যবসায়িক বা প্রতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে বা হতে চলেছে, এমন এলাকার পরিমানঃ ১) অনধিক ৪০ঃ মিটার ২) ৪০ বঃ মিটারের অধিক	 ২৫.০০ ৪০.০০
ঘ.	অনধিক ৪০ বঃ মিঃ এলাকাযুক্ত ইঁটের দেওয়ালসহ একতালা কাঠামো বা গৃহ	৭০.০০
ঙ.	-ঐ- (৪০ বঃ মিটারের অধিক)	১০০.০০
চ.	১) অনধিক ৪০ ব ঃ মিঃ একতালার এলাকাযুক্ত ইঁটের গাঁথুনি সম্বলিত দোতালা কাঠামো বা গৃহ ২) দোতালার পরের প্রতিটি তলের জন্য অতিরিক্ত মাশুল	১৫০.০০ ৫০.০০
ছ.	১) একতলার অনধিক ৪০ ব ঃ মিঃ এলাকাযুক্ত ইঁটের গাঁথুনি সম্বলিত দোতালা কাঠামো বা গৃহ ২) দোতালার পরের প্রতিটি তলের জন্য অতিরিক্ত মাশুল	২৫০.০০ ১০০.০০
জ.	১) অনধিক ১০০ বঃ মিঃ বিশিষ্ট একতলা কারখানা / গৃহ / কাঠামো ২) একতলার পরবর্তী প্রতিতলের জন্য অতিরিক্ত মাশুল	২০০.০০ ১০০.০০
ঝ.	১) ১০০ বঃ মিঃ অধিক এলাকাযুক্ত কোন বানিজ্যিক বা বা ব্যবসায়িক স্বার্থে নির্ম্মিত কারখানা / ছাউনি / একতলা কাঠামো / গৃহ ২) একতলার পরবর্তী প্রতিতলের জন্য অতিরিক্ত মাশুল	৫০০.০০ ২০০.০০
ঞ.	বর্ত্তমান কোন কাঠামো বা গৃহের পরিবর্ত্তন / পরিবর্দ্ধন সাপেক্ষে কাঠামো বা গৃহের অন্তর্গত বর্ত্তমান এলাকার বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেঃ ১) বর্ত্তমান এলাকার এক পঞ্চমাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হলে ২) বর্ত্তমান এলাকার এক-পঞ্চমাংশের অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হলে	 ৫০.০০ ১০০.০০
ট.	১) ক্ষুদ্র শিল্প সংক্রান্ত স্থাপত্য নকশা ২) বৃহৎ শিল্প সংক্রান্ত স্থাপত্য নকশা	১০০.০০ ১,০০০.০০

II. বৃক্ষাদি

২৮। বৃক্ষের ক্ষয়ক্ষতি ঃ কোন ব্যক্তিই নিম্নোক্ত বিষয়ের ধ্বংসপ্রাপ্তি বা ক্ষয়ক্ষতি ঘটাবেন না বা তার কারন হবেন না ঃ (১) পরিষদ কর্তৃক পোঁতা বা পরিষদের দায়িত্বে থাকা অথবা পরিষদের কোন রাস্তা এবং জমির উপর থাকা কোন বৃক্ষ বা (২) এই জাতীয় কোন বৃক্ষের বেড়ে ওঠার সহায়ক হিসাবে নির্ম্মিত কোন বেত / বাঁশের ঝুড়ির আচ্ছাদন বা অন্যকোন নিরাপত্তা বলয়।

২৯। রাস্তা বা জমির উপর থাকা গাছ থেকে রস / ফলাদি সংগ্রহ ঃ পূবের্ব পরিষদ বা কার তরফ থেকে যথাক্রমে ইজারা বা লিখিত অনুমতি প্রাপ্ত না হলে কোন তাল / খেজুর গাছ থেকে রস নিষ্কাশন করবেন না বা কোন গাছ থেকে উৎপন্ন ফল সংগ্রহ করবেন না।

III. আগুন

৩০। আগুন প্রজ্জ্বলন ঃ পরিষদের অধিকারে ন্যস্ত কোন কাঠের সেতুর দশ গজের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন ঘেরাহীন স্থানে আগুন জ্বালাবেন না।

IV. পানীয় জল ও গৃহস্থালী কাজের জন্য সংরক্ষিত জল সরবরাহ

৩১। জল সংগ্রহ ঃ পরিষদের বিনানুমতিতেকোন ব্যক্তি সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়া থেকে পানীয় জল ও গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজনীয় জল ছাড়া অন্য কাজের জন্য জল নিতে পারবেন না।

৩২। স্নান করা / বাসন মাজা / জামা-কাপড় কাচা ঃ কোন ব্যক্তি (১) নিজ বা অন্যকোন ব্যক্তির গাত্র বা তার অংশবিশেষ পরিস্কার করবেন না ; বা (২) জামা-কাপড় ধোবেন না; বা (৩) গবাদী পশু বা অন্যান্য জানোয়ার গাত্র পরিস্কার করবেন না; (৪) সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়ার তার কোন পোষা হাঁস, রাজহাঁস বা অন্যান্য পক্ষীকে প্রবেশ করাবেন না অথবা তার তীরে / ধারে বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেবেন না।

৩৩। জল নোংরা করা ঃ কোন ব্যক্তি – (১) সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়ার বা তার পাড়ে, ধারে ও সংলগ্নস্থানে শারীরিক বর্জ্য পদার্থ পরিহার করবেন না; বা (২) তার মধ্যে কোন ময়লা / নোংরা ফেলবেন না ; বা (৩) কোনভাবে জলাশয়ের জল দূষিত করবেন না; বা (৪) কোন বাসন ধোয়ার জল / নর্দমার জল / পায়খানা / বর্জ্য পদার্থ বা অন্য কোন বিপজ্জনক / দূষন ঘটাতে পারে / রাখার জায়গা থেকে ময়লা জল সংরক্ষিত জলাধার / কুঁয়োতে ফেলবেন না ; বা (৫) সংরক্ষিত জলাধারে / কুঁয়োতে বা তার ধার / পাশে পাট / বাঁশ ইত্যাদী ভিজিয়ে রাখা যাবে না।

৩৪। ঝুলন্ত বৃক্ষ ও গাছগাছড়াঃ কোন ব্যক্তি তার দখলে থাকা জমিতে বেড়ে ওঠা কোন বৃক্ষ, বাঁশঝাড় বা অন্যান্য গাছগাছড়া এমনভাবে বেড়ে উঠতে দেবেন না যাতে সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়োর উপর ঝুকে পড়ে তার জল দূষিত করে এবং কোন কারনে অসমর্থ হলে পরিষদের পক্ষ থেকে জারী করা প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে অবিলম্বে সেই বর্দ্ধিত ও ঝুলন্ত বৃক্ষ, বাঁশ ঝাড় বা গাছগাছড়া কেটে ফেলে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবেন।

৩৫। রাস্তার পার্শ্ব / ধার থেকে মাটি / ঘাস কেটে নেওয়া ঃ কোন ব্যক্তি সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়ার পাশ বা ধার থেকে পরিষদ কর্তৃক অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ উক্ত কাজ করতে পারবেন না।

৩৬। সংরক্ষিত জলা ধার বা কুঁয়োর পাড় / ধাড় / ঢালুতে চাষ আবাদঃ পরিষদ দ্বারা নিদ্ধারিত ক্ষেত্র ও পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যাক্তি সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়ার বা পরিষদের ন্যস্ত কোন জলাসয়ের পাড়ে / ধারে / ঢালুতে চাষ আবাদ করবেন না।

৩৭। সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়ার পাড় / ধার বা ঢালুতে নির্ম্মানকার্য্যে ঃ পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়া বা পরিষদে ন্যস্ত কোন জলাসয়ের পাড়, ধার বা ঢালু জায়গায় কোন কুড়েঘর, গৃহ বা অন্য কোন কাঠামো নির্ম্মান করবেন না।

৩৮। জলসরবরাহের জন্য দেয় মাশুলের হারঃ পঃবঃ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ এর ১৮১ ধারা মতাবেক পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিদ্ধারিত হারে পরিষদ তার নিজস্ব এলাকার মধ্যে পানীয় / সেচ বা অন্যান্য প্রয়োজনে যে জল সরবরাহ করবে, তার জন্য ব্যবহারকারী বা এই ব্যবস্থায় উপকৃত ব্যক্তি / ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গ জলকর দিতে বাধ্য থাকবেন।

৩৯। বাঁধ, খোঁটা ও মাছ ধরার সরঞ্জাম ঃ কোন ব্যক্তি সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়াতে কিংবা পানীয় জল ও গৃহস্থলীর জন্য চিহ্নিত কোন নদীর বুকে বা কোন খাল বা জলপ্রনালীর মধ্যে বা আড়াআড়িভাবে কোন বাঁধ, খোঁটা বা আড়া বা মাছ ধরার জাল লাগাবেন না।

৪০। সংরক্ষিত জলাধারে মাছ ধরা ঃ পরিষদের যথাযথ অনুমতি ছাড়া কোন সংরক্ষিত জলাধার বা কুঁয়া থেকে অথবা পরিষদের অধিকার ও ক্ষমতায় ন্যস্ত কোন পুকুর বা জলাসয় থেকে কোন ব্যক্তি মাছ বা ধরার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন।

V. মেলা এবং সমাগম

৪১। মেলা, সমাগম ইত্যাদির জন্য প্রদেয় মাশুল ঃ পঃ বঃ জিলা পরিষদ (নিববর্চন, গঠন ও প্রশাসন) নিয়মাবলী, ১৯৬৪ র ১৩৬ ধারা অনুযায়ী কোন মেলা বা সমাগমের মালিক বা আয়োজকরা সংশ্লিষ্ট জমির মালিক বা ইজারাদার যেখানে মেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। তার প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য পরিষদের কাছে আবেদন করবেন এবং প্রতি মেলা বা সমাগমের আকার ও গুরুত্ব উপর বিবেচনা করে ১৩৬ ধারা মোতাবেক সবের্বাচ্চ পরিমানের মধ্যে পরিষদ যে পরিমান শুল্ক / মাশুল স্থির করে দেবে, আবেদনকারী সে পরিমান অর্থ মাশুল হিসাবে পরিষদে আবেদনের সঙ্গে জমা দেবে।

৪২। শর্তসাপেক্ষে অনুমতি ঃ অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি অনুজ্ঞাপত্রের শর্তবলী মানতে বাধ্য থাকবেন।

VI. যানবাহন ও নৌকার নিবন্ধীকরন

৪৩। নৌকা ও যানবাহন নিবন্ধীকরনের মাশুল ঃ পরিষদের নিজস্ব অধিকারক্ষেত্রের ভিতর বা বাইরে ভাড়া দেয়া আছে অথবা সাধারনভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রক্ষিত আছে, নিম্নে বর্নিত এরুপ প্রতিটি নৌকা বা যানের মালিক পরিষদের কাছে নৌকা বা যানের নিবন্ধীকরন হেতু আবেদন জানাবেন এবং পঃবঃ জিলা পরিষদ (নিববর্চন, গঠন ও প্রশাসন) নিয়মাবলী, ১৯৬৪ র ১৭২ ধারানুযায়ী এই নিবন্ধীকরনের জন্য নিম্নেক্ত হারে পরিষদে বার্ষিক মাশুল জমা দেবেনঃ

	নিবন্ধিকরণ	নবীকরণ
ক) একজন মোল্লা চালিত যাত্রীবাহী নৌকা	টাঃ ২০.০০	টাঃ ১০.০০
খ) দুইজন মোল্লা চালিত যাত্রীবাহী নৌকা	টাঃ ৪০.০০	টাঃ২০.০০
গ) দুইজনের বেশী মোল্লা চালিত যাত্রীবাহী নৌকা	টাঃ ৬০.০০	টাঃ৩০.০০
ঘ) চারজন পর্যন্ত মোল্লা চালিত যাত্রীবাহী নৌকা	টাঃ ২০০.০০	টাঃ ১০০.০০
ঙ) চারজনের বেশী পর্যন্ত মোল্লা চালিত যাত্রীবাহী নৌকা	টাঃ ৪০০.০০	টাঃ ২০০.০০
চ) যন্ত্রচালিত মালবাহী নৌকা	টাঃ ৪০০.০০	টাঃ ২০০.০০
ছ) যন্ত্রচালিত যাত্রীবাহী নৌকা	টাঃ ২০০.০০	টাঃ ১০০.০০

৪৪। শর্তাবলী দ্বারা অনুজ্ঞাপত্রের সীমাবদ্ধতা ঃ প্রতিটি নিবন্ধীকৃত নৌকা বা যানের মালিক প্রাপ্ত অনুজ্ঞপত্রের বর্ণিত শর্তাবলী মানিতে বাধ্য থাকিবেন।

VII. রাস্তা ও ফেরী চলাচলের জন্য উপশুল্ক

৪৫। পঃ বঃ জিলা পরিষদের (নিববর্চন, গঠন ও প্রশাসন) নিয়মাবলী, ১৯৬৪ র ১৭৭ ধারা মোতাবেক পরিষদ দ্বারা স্থাপিত বা পরিচালিত কোন ফেরী পারাপারের জন্য যেকোন ব্যক্তি পরিষদ নির্ধারিত হারে উপশুল্ক দিতে বাধ্য থাকবেনঃ

	" এ" শ্রেনীভূক্ত ফেরীর উপশুল্কের হার (টাঃ)	" বি" শ্রেনীভূক্ত ফেরীর উপশুল্কের হার (টাঃ)	" সি " শ্রেনীভূক্ত ফেরীর উপশুল্কের হার (টাঃ)
১) অনধিক ৪০ কিলোগ্রাম ওজনবহনকারী ৩ বৎসরের উর্দ্ধে প্রতি ব্যক্তি পিছু	৩.০০ টাঃ	২.৫০ টাঃ	২.০০ টাঃ
২) মোট ৪০ কিলোগ্রাম ওজনবহনকারী কোন ব্যক্তি পিছু	৪.০০ টাঃ	৩.৫০ টাঃ	৩.০০ টাঃ
৩) প্রতি গবাদী পশু পিছু	৪.০০ টাঃ	৩.৫০ টাঃ	৩.০০ টাঃ
৪) প্রতি দ্বিচক্রযান, হাতঠেলা ও ত্রিচক্রযান পিছু	৬.০০ টাঃ	৫.৫০ টাঃ	৫.০০ টাঃ
৫) প্রতি মোটরসাইকেল, রিকসা ও গরুর গাড়ী পিছু	৬.০০ টাঃ	৫.৫০ টাঃ	৫.০০ টাঃ
৬) প্রতি মোটরগাড়ী অথবা জন্তুচালিত যান পিছু	১২.০০ টাঃ	১১.০০ টাঃ	১০.০০ টাঃ
৭) প্রতি মোটরবাস বা লরী পিছু	১৭.০০ টাঃ	১৬.০০ টাঃ	১৫.০০ টাঃ

ফেরীর শ্রেনীভূক্তীকরণ পরিষদ ঠিক করে দেবেন।

৪৬। পরিষদে নস্ত বা পরিষদ পরিচালিত কাঁচা রাস্তা ছাড়া অন্য যেকোন রাস্তা বা সেতুতে পরিষদ স্থাপিত উপশুল্ক কেন্দ্রে পঃবঃ জিলা পরিষদ (নির্বাচন, গঠন ও প্রশাসন) নিয়মাবলী, ১৯৬৪ র ১৭৬ ধারা বলে নিম্নোক্তহারে কোন মোটরগাড়ী, মোটরবাস বা মোটরলরীর মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপযুক্ত মাশুল জমা দিতে বাধ্য থাকবেন।

ক) প্রতি মোটরগাড়ী সমগোত্রীয় যান	টাঃ ১০.০০
খ) প্রতি মোটরবাস	টাঃ ২০.০০
গ) প্রতি মিনিবাস	টাঃ ১৫.০০
ঘ) প্রতি মোটরলরী (৩টন পর্যন্ত)	টাঃ ২৫.০০
ঙ) প্রতি মোটরলরী (৩টন অধিক)	টাঃ ৪০.০০
চ) প্রতি ট্রাকটর	টাঃ ১০.০০

৪৭। জেলা পরিষদের রাস্তার ধারে পেট্রল পাম্প স্থাপনের অনুমতি বাবদ ১০০০.০০ টাকা জমা করতে হবে।

৪৮। মাটির তলায় যোগাযোগের তার স্থাপনের ক্ষেত্রে দর মিটার প্রতি ২৫.০০ টাকা এছাড়া সিকিউরিটি বাবদ ৫০০০.০০ টাকা জমা করতে হবে। উক্ত ৫০০০.০০ টাকা ফেরৎ যোগ্য।

৪৯। প্রতি টাওয়ার বসানোর অনুমতি প্রদানের দর ৫০০০.০০ টাকা ।

৫০। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কাজ ব্যাতিরেকে সকল কাজের ক্ষেত্রে ভেটিং চার্য্য বাবদ এসটিমেটেড কষ্টের ০.১০ শতাংশ নেওয়া হবে।

X. ঠিকাদার নিবন্ধিকরণ

৫১। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ২২৪ ধারায় পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জিলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব এবং আর্থিক নিয়মাবলীর ২০০৩ রে ৯০ (৪) নং নিয়মানুসারে জিলা পরিষদ ঠিকাদের নিবন্ধিকরণের জন্য ফেরত যোগ্য নয় এমন ফি এবং নিবন্ধিকরণের পর প্রতিবছর নাম নবীকরণের জন্য ফি নিম্নলিখিত হারে আদায় করা হবে ও তাহা জিলা পরিষদ তহবিলে জমা করতে হবে।

	নিবন্ধিকরণ	নবীকরণ
১) ক - শ্রেনীভূক্ত ঠিকাদার প্রতি	২০০০০.০০ টাঃ	৬০০০.০০ টাঃ
২) খ - শ্রেনীভূক্ত ঠিকাদার প্রতি	১০০০০.০০ টাঃ	২০০০.০০ টাঃ
৩) গ - শ্রেনীভূক্ত ঠিকাদার প্রতি	৭০০০.০০ টাঃ	৫০০.০০ টাঃ

৫২। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ১৮১ (৩) ধারায় সংস্থান অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ফি, অভিকর ও উপশুল্ক আরোপিত হবে না ঃ

ক) পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বর্নিত টোল বা উপশুল্ক - সরকারী, আধাসরকারী অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ এবং কোন পৌরপ্রতিষ্ঠান কতৃক সরাসরী নিযুক্ত এবং কর্তব্যরত কোন যানবাহন।

খ) পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বর্নিত টোল বা উপশুল্ক - নিস্ব, আসহায় ও সম্বলহীন ব্যাক্তি।

গ) পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বর্নিত টোল বা উপশুল্ক - গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মালিকাধীন কোন নৌকা, লঞ্চ বা অন্যকোন জলযান।

ঘ) পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বর্নিত লাইসেন্স ফি - গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জিলা পরিষদের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় কোন মেলা।

X. শাস্তি এবং দন্ড

৫৩। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ এর ২২৩ ধারায় ৩ (১) উপধারা অনুযায়ী প্রনীত এই উপবিধি ভ ঙ্গ বা অমান্য করলে বা দোষী সাব্যস্ত হলে প্রথমবারের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০.০০ টাকা (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হবে এবং এই দন্ড দানের পরও এই উপবিধি একইভাবে ভঙ্গ করতে থাকলে বিধিভঙ্গের দরুন দোষী ব্যাক্তিকে প্রতিদিনের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ড দিতে হবে এবং আদায়কৃত অর্থদন্ড জিলা পরিষদ তহবিলে জমা করতে হবে।

সভাধিপতি
পুরুলিয়া জিলা পরিষদ